দ্বীপান্তর

পাঠান্তর।

(মঙ্গলবার ~~দিবসের~~ রাত্রির পালা।)

১ - দেব পুঁথি ১খ।

২ - ছলিয়া পুঁথি ১খ।

৩ - উপরে উঠিয়া বিষ্ণু সরে নিরানঞ্জন।
কোথা হৈতে আইল মড়া বিকট বদন।। পুঁথি ১খ।

৪ - ভোলানাথ পুঁথি ১ক, মহাদেব পুঁথি ১খ।

৫ - মরা মাথে লইঞা শিব নাচিতে লাগিল। পুঁথি১ক।

৬ - পরম সুন্দরী গুণের নাগোরি
বিভা করিবে কুনজন। - পুঁথি ১ক।

রূপের আগরি কন্যা গুণের সাগর
বিভা করিবে কুনজন। - পুঁথি ১খ।

৭ - ডাকি বলেন ধর্ম্ম ঐত শিবের তরে
ওহে পুত্র কমল লোচন।
এহি সুন্দরি লইঞা সুখে রাজ্য কর গিঞা
আমি ধর্ম্ম আইব নিহন।। - পুঁথি ১ক ও ১খ।

৮ - শিব বলে শুন নারদ আমার উত্তর।
শিঘ্রগতি চলিয়া জাহ হেমন্তের ঘর।। পুঁথি ১খ।

শিব বোলে ওহে নারদ শুনহ বচন।
হেমন্তের ঘরে জাহ সম্বন্ধ কারণ।। পুঁথি ১ক।

৯ - জল পান করিব আজি পোখের উপর। পুঁথি ১ক ও খ।

১০ - থালি ভার লইঞা নিকটে দিল দরশন। - পুঁথি ১ক।

১১ - এই না ছিল উহার ঝিয়ের কপালে। পুঁথি ১ক।

১২ - স্বামিকে বেড়িঞা দুর্গা সন্তপাক দিল। পুঁথি ১ক।

১৩ - গণেশের উপরে যদি শোণি দিষ্ট কইল।
শোণি দিষ্ট গণেশের মুণ্ড উড়াইল।। পুঁথি ১ক।

১৪ - আহ ২ গণপতি সভার হৈলে রাজা।
সর্ব্বদেব থাকিতে তোমার আগে পূজা।। পুঁথি ১খ।

৩২৬

পাঠান্তর ।

(বুধবার দিবসের পালা ।)

১ - বসিয়া পুঁথি ২য় ।

২ - যাতুলি তাইয়া পুরে বার্ত্তা জানাইল ।
নারদ প্রভৃতি দুর্গা দারতে যাইল ।।

শুনিয়া দুর্গার নাম চমকিত মন ।
সাথে করি লইল ইন্দ্র রত্ন সিংহাসন ।।

চম্পক পুষ্পের মালা পারিজাত গণ ।
শচির সাথে লওাইল আগর চন্দন ।।

গলাএ বসন দিয়া বন্দিল চরণ ।
মোর পুরে ভাগ্যফলে আইলা কি কারণ ।। পুঁথি ২য় ।

৩ - দাস দাসি সুন্য ভার ভাল কম্ম নয় । - পুঁথি ২য় ।

৪ - মস্তক নুড়িয়া শিব আশির্ব্বাদ কৈল । পুঁথি ২য় ।

৫ - লয়ে করে । পুঁথি ২য় ।

৬ - গণ, পুঁথি ২য় ।

৭ - ফেলিল, পুঁথি ২য় ।

৮ - তোর রক্ষা নাই - পুঁথি ২য় ।

৯ - পদ্মা আমার বাণি - পুঁথি ২য় ।

১০ - কেন পূজা নাহি হও - পুঁথি ২য় ।

১১ - গোলু (যোল) - পুঁথি ২য় ।

১২ - দেহরা নির্ম্মান কর কলিঙ্গ নগরে । - পুঁথি ৩ ।

১৩ - খাবে মোর পান - পুঁথি ২য় ।

১৪ - তুমি করগা নির্ম্মান - পুঁথি ২ য় ।

১৫ - গাছ পাথর - পুঁথি ২ য় ।

১৬ - হিরাও পরি পাটি - পুঁথি ২য় ।

১৭ - বস্ত্র ডালি আনিয়া ঘরে - পুঁথি ২য় ।

১৮ - ওরে ভাই ভজরে ভবানির পদ
দিন জায় বহে ।। - পুঁথি ২য় ।

১৯ - প্রনাম করিয়া কোটাল করিল গমন । পুঁথি ২য় ।

২০ - প্রফুল্লা নগরে দুর্গা পুথি লইয়া আইল । পুঁথি ২খ ।

২১ - চিয় , পুঁথি ২খ ।

২২ - রচিয়া , - পুঁথি ২খ ।

২৩ - দোহে আইল ততক্ষণ । পুঁথি ২খ ।

২৪ - প্রথম মঙ্গল বারে বারি আরম্ভিয়া ।
ভবানির মঙ্গল গাএ আনন্দিত হৈয়া ।। পুঁথি ২খ ।

২৫ - কতাল পঠাঞা রুষ্ট রাজা দত্তে আনাইল ।
মানিক দত্ত আসিঞা রাজাকে প্রনাম করিল ।। পুঁথি ৩ ।

২৬- মনি , পুঁথি ২খ ।

২৭ - কান্দেন মানিকদত্ত কারাগার ঘরে ।
বন্দি ঘরে আসি দুর্গা তরাহ আমারে ।।
তোর গান করি মাতা বন্দি হৈলাঙ আমি ।
আমি কারাগারে মৈলে লজ্জা পাবে তুমি ।।
অনাথ কাএস্ত আমি অল্প মোর জ্ঞান ।
বন্দি হৈতে উধারিঞা রাখ মোর প্রাণ ।।
দুর্গাকে মানিকদত্ত স্মরণ করিল ।
দত্তের স্মরণে দুর্গা কলিঙ্গেত আইল ।। - পুঁথি ৩ ।

২৮ - বসিল দেয়ানে । পুঁথি ৩ ।

পাঠান্তর ।

(বুধবারের নিশা পালা ।)

১ - যুক্তি' , পুঁথি - ২থ ।

২ - যাতা , পুঁথি - ২থ ও গ ।

৩ - নিশাভাগে মোহারাজা চৈতন্য পাইল । পুঁথি ২থ ।

৪ - সিংহবাহিনী , পুঁথি ২থ ।

৫ - পুজিবে জেবা , পুঁথি ২থ ।

৬ - বুধয়ুিন্ত , পুঁথি ২থ ।

৭ - ছড়ি , পুঁথি ২থ ।

৮ - দুঃখ , পুঁথি ২গ ।

৯ - নায , পুঁথি ২থ ।

১০ - কৈলাস , পুঁথি ২গ ।

১১ - তিনচক্ষের কথা শুনিলে বিবরণ ।
রচিল মানিক দত্ত দুর্গার চরণ ।। - পুঁথি ২থ ।

১২ - তাপনে করহ তুমি পশুর জনম । - পুঁথি ২থ ।

১৩ - পশু তবে করেন - পুঁথি ২থ ।

১৪ - হস্তি উট পাখা কত শ্রী তিল বিস্তর । পুঁথি ২থ ও২গ ।

১৫ - না দিল , পুঁথি ২থ

১৬ - অনাহার , - পুঁথি ২থ ।

১৭ - বলির দারেত জাইয়া , পুঁথি ২থ ।

১৮ - বিজ , পুঁথি ২থ ও২গ ।

১৯ - হিজইল - পুঁথি ২থ ।

২০ - চন্দন বৃক্ষ সৃজিল পশুপতি । পুঁথি ২থ ।

২১ - জাতি , পুঁথি ২থ ।

২২ - বৃষে চড়িয়া শিব বোন পানে চায় ।
একত্রে সকল পশু খেলা খেলায় ।। পুঁথি ২থ ।

২৩ - সিদ্ধেশ্বর , - পুঁথি ২থ ।

২৪ - চিরল ২ পাত - পুঁথি ২থ ।

২৫ - নাগরে থাইলে ভাঙ্গ নাগরালি আছে । - পুঁথি ২থ ।

২৬ - ছটপটী , পুঁথি ২খ ।

২৭ - চিয়াড়ে কামড়ায় । পুঁথি ২খ ।

২৮ - করিল সৃজন । পুঁথি ২খ ।

২৯ - ভিক্ষাএ চলিল হর । পুঁথি ২খ ও ২গ ।

৩০ - লবন - পুঁথি ২খ ।

৩১ - পুত্রক তুলিঞা কোলে করে । পুঁথি ২গ ।

৩২ - রন্ধন করেন মহামাএ ।
ভোজনেতে বসিল হর গৌরি অন্ন দিল সত্তর
ভোজনেতে রজনি পোহায় ।। পুঁথি ২খ ।

৩৩ - দখিনা (দক্ষিণা) - পুঁথি ২গ ।

৩৪ - পদ্মা , পুঁথি ২খ ।

৩৫ - বুড়ির - পুঁথি ২খ ।

৩৬ - ঝাম্প , পুঁথি ২খ ।

৩৭ - উলটায় , পুঁথি ২খ ।

৩৮ - হাড়ি মধ্যে চাউল দিয়া । পুঁথি ২খ ।

৩৯ - পাথরের উপরে , পুঁথি ২খ ।

৪০ - কথা , পুঁথি ২খ ।

৪১ - কিবা অসাধ্য , পুঁথি ২গ ।

৪২ - জাইনু , পুঁথি ২গ ।

৪৩ - গিয়াছে - পুঁথি ২গ ।

৪৪ - ইন্দ্র বলেন মা মোর জোর কর ।
এই মূর্ত্তি ছাবিঞা নিজ মূর্ত্তি ধর ।। পুঁথি ২গ ।

৪৫ - জানিলাম সাক্ষাতে পার্ব্বতী । পুঁথি ২গ ।

৪৬ - দশমাস দশদিন পুর্ন্নিত হইল ।
শুভক্ষণে শচিরানী পুত্র প্রসবিল ।। পুঁথি ত ।

৪৭ - বিরাট নগরে ছিল চন্দ্রচূড়ামণি ।
সেইখানে স্বপ্ন দিতে গেলেন ভবানী ।।
চন্দ্রচূড়ামণি তথা শুঞা নিদ্রা জায় ।
শিহরে বসিঞা দুর্গা স্বপন দেখায় ।।
দুর্গা বলে স্বপ্ন শুন চন্দ্রচূড়ামণি ।
মোর বরে হবে তোর কন্যা একখানি ।।

দুর্গার স্বপন তুমি করহ শ্রবন ।
নারি লঞা কর তুমি রতি আলিঙ্গন ।।

স্বপন দেখাঞা দুর্গা কৈলাসতে গেল ।
চন্দ্রচুড়া মণি তখন চৈতন্য পাইল ।।

সেই রাত্রে নারি লঞা রতি কিড়া কৈল ।
সেই হৈতে কমলা নারি গর্ভবতি হৈল ।।

দশমাস দশদিন পুন্নিত হইল ।
শুভক্ষণে কমলা নারি কন্যা প্রসবিল ।।

দাই আসিঞা কন্যার নাড়ি ছেদ কৈল ।
পঞ্চতীর্থের জলে কন্যাক স্নান করাইল ।।

শাস্ত্রের বিধান মতে শুদ্ধিতা হইল ।
ছায়াবতি বলিয়া কন্যার নাম থুল্য ।।

দিনে ২ বাড়ে কন্যা দিবস রজনী ।
কন্যা দেখি আনন্দিত চন্দ্রচুড়া মণি ।।

বস্ত্র অলঙ্কার আদি পত্রিবার দিল ।
বছরে ২ কন্যা বাড়িতে লাগিল ।।

খেলা খেলে ছায়াবতি শিশুগণ তথা ।
গাইল মাণিক দত্ত ছায়া জন্মকথা ।। পুঁথি ত ।

৪৮ - বিজয়ন্ত , পুঁথি ২গ ।
৪৯ - কথা কহিলাম তোমারে । পুঁথি ২গ ।
৫০ - সমন্ধ করিঞা নারদ করিল গমন ।
ইন্দ্রের সাক্ষাতে আসিঞা দিল দরশন ।। পুঁথি - ২গ ।
৫১ - লগন , পুঁথি ৩গ ।
৫২ - নারদ বলেন আমি করি নিবেদন ।
আগে মস্ত মুরাই পাছে হস্ত দেহ পান ।। পুঁথি - ২গ ।
৫৩ - চুল জরাইল । পুঁথি ২গ ।
৫৪ - নাড়ী , পুঁথি ২খ ।
৫৫ - লাগিল কন্দলের হুরাহুরি । পুঁথি ২খ ।
৫৬ - আল কাম নঞ - পুঁথি ২গ ।
৫৭ - কথাএ , পুঁথি ২খ ।
৫৮ - ব্রাহ্মন , পুঁথি ২গ ।
৫৯ - বসিল , পুঁথি ২গ ।
৬০ - আস্রা , - পুঁথি ২গ ।

পাঠান্তর ।

(বৃহস্পতিবার দিবসের পালা ।)

১. শিবের ললাটের ঘাম ভূমিতলে পৈল ।
ধবলশ্বেতু সবলশ্বেতু দুইটা ফেত্রি হইল ।। পুঁথি ক.বি.

২. ই বোল বোলিয়া দেবী ডাহিন বায়ে চাহিল ।
উদুনা রূপসী দুই কন্যা জন্মিল ।। পুঁথি ক.বি.

(এই পালার জন্য পুঁথি আর না থাকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির যে অংশটুকু বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাহা উদ্ধৃত করিলাম, অন্য অংশগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির সঙ্গে পাঠান্তর দেখাইতে হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ পুঁথিখানাই তুলিয়া দিতে হয়, কারণ তাহাতে কাহিনীগত মিল থাকিলেও শব্দ ও বাক্যের মিল একেবারেই নাই বলিলেই চলে । অতএব এক্ষেত্রে ঐ পুঁথিকে অবলম্বন করিয়া পাঠান্তর হইতে বিরত থাকিলাম ।)

পাঠান্তর -

(বৃহস্পতিবার রাত্রের পালা)

১- ভাই নাই বন্ধন নাই কারে নতে ভারাব । পুঁথি ৩গ ।
২ - সুবর্ন গুথিকা বীর দেখিবারে পাএ ।। পুঁথি ৩গ ।
৩ - পলাইল ভগবতি - পুঁথি ৩গ ।
৪ - বাণ তনুসারে , পুঁথি ৩গ ।
৫ - মনে হইল দরশন , পুঁথি ৩গ ।
৬ - উচ্চস্বরে , পুঁথি ৩খ ।
৭ - এলুয়া , পুঁথি ৩খ ।
৮ - ওহি পুঁথি ৩খ , এহি পুঁথি ৩গ ।
৯- তুরুন্তু চাহিব আমি , পুঁথি ৩গ ।
১০ - ফিকিরে পুঁথি ৩খ , ঝোঁকে, পুঁথি ৩গ ।
১১ - তোর ঘর কোরিতে ফুলরার নাহি সাধ ।
নিত্য ২ কুড়াব কত বোনের কচুশাক ।। পুঁথি ৩খ ।
১২ - ঝুরু ২ পড়ে । পুঁথি ৩গ ।
১৩ - ত্রাসে , পুঁথি ৩খ ।
১৪ - বঠিদা মাগিতে ফুলরা করিল গমন ।
ঝাগিতে চিন্তিত হৈল মা মঙ্গল চণ্ডীগণ ।। পুঁথি ৩খ ।
১৫ - চিত্রগোবিন্দ বোলিঞা দুর্গা , পুঁথি ৩গ ।
১৬ - জোড়হস্ত করিঞা চিত্রগোবিন্দ বলে বাণী । পুঁথি ৩খ ।
১৭ - দেব কাচুলি তবে করিল নির্মান । পুঁথি ৩খ ।
১৮ - নিরঞ্জন , পুঁথি ৩খ ।
১৯ - লিখিল শয়ন , পুঁথি ৩খ ।
২০ - মরা , পুঁথি ৩গ ।
২১ - জাএ পুঁথি ৩গ ।
২২ - থরে ২ লেখিল পুষ্প , পুঁথি ৩গ খ ।
২৩ - অথাদ , পুঁথি ৩খ ।
২৪ - পূর্বদিবসে গরুড় কইরাছে - , পুঁথি ৩খ ।
২৫ - তথা পাইঞাছে - , পুঁথি ৩খ ।
২৬ - হেনকালে , পুঁথি ৩খ ।
২৭- কাঁটা , পুঁথি ৩খ ।
২৮ - খোজে বাসা করে । পুঁথি ৩গ ।
২৯ - পাথাইল , পুঁথি ৩খ ।
৩০ - ব্রেথাএ (বৃথায়) পুঁথি ৩খ ।

৩১ - বিধর্ম্ম, পুঁথি ৩খ।
৩২ - খালা কুনজন, পুঁথি ৩গ।
৩৩- ডাড়াইতে, পুঁথি ৩খ।
৩৪ - হবে, পুঁথি ৩খ।
৩৫ - না খায়া পিআতির পান মন্দ বল রঙ্গে।
মন্দ বাক্য বল তুমি জত মনে আসে।। পুঁথি ৩গ।
৩৬ - সেই হৈতে ধুকুড়িয়ার মাথা নাড়া হৈল। পুঁথি ৩খ।
৩৭ - তবে রাঘব বোয়াইল। পুঁথি ৩খ।
৩৮ - গরুড় গঙ্গা জপ। পুঁথি ৩খ।
৩৯ - আনন্দিত হঞা, পুঁথি ৩গ।
৪০ - সম্মুখে নারদ, পুঁথি ৩খ।
৪১ - মাতা, পুঁথি ৩খ।
৪২ - বটিদা না পাইল ফুলরা সুন্দরি।
শাগ তুলিয়রে আইল চালু ধার করি।। পুঁথি ৩গ।
৪৩ - পতী আমার মশানে থাকে আস্ত ধুতুরা কুটে।
খাএ আর ভস্ম মাখে তিনি গায়ে।। পুঁথি ৩খ।

[৪৩- সতী [illegible] হেতে [illegible] উঠিল।
- - - - - - -
দূরে গেল [illegible] ।।
- এই পর্যন্ত [illegible]
[illegible]
[illegible] । - [illegible]]

৪৪ - মোর স্বামী আনিলেন, পুঁথি ৩খ।
৪৫ - মা, পুঁথি ৩খ।
৪৬ - সতার তাপে, পুঁথি ৩খ।
৪৭ - পেইলে, পুঁথি ৩খ।
৪৮ - দেশ, পুঁথি ৩খ।
৪৯ - সুন্দরিলো যুবতিলো কি রঙ্গে ভুলিলু বিরের ঘরে।
কী কারণে আইলে রামা হাবাতিয়ার ঘরে।। পুঁথি ৩খ
৫০ - কথার, পুঁথি ৩গ।
৫১ - কাছে পুঁথি ৩গ।
৫২ - চাপিবে, পুঁথি ৩গ।
৫৩ -কন্ধে ত ফেলিঞা, পুঁথি ৩খ।
৫৪ - স্ত্রীয়া (নারী), পুঁথি ৩গ।
৫৫ - আনিমু উচ্ছিষ্ট গায়ে মারিমু ফেলিঞা। পুঁথি ৩খ।
৫৬ - বৈরী নহি, পুঁথি ৩খ।
৫৭ - জগত বাখানি, পুঁথি ৩গ।
৫৮ - কঙ্কন, পুঁথি ৩গ, কমল, ৩খ।
৫৯ - সীতা, পুঁথি ৩খ।
৬০ -কেতু বলে সত্যে মিথ্যা কথা কহ তুমি।
মিথ্যা কথাএ পাইল দিছ শুন অফটিনি।। পুঁথি ৩খ।
৬১ - বীর অভয়া চরণ। পুঁথি ৩খ।
৬২ - অভয়া চরণে মজুক মোর চিত।
মানিকদত্তে করে গান মধুর সংগীত। পুঁথি ৩খ।

৬৩ - তুমি, পুঁথি ৩খ।
৬৪ - ব্যখস্তুতি, পুঁথি ৩খ।
৬৫ - পড়িছে, পুঁথি ৩খ।
৬৬ - মুদ্রা, পুঁথি ৩গ।
৬৭ - দশ চন্দ্র, পুঁথি ৩খ।
৬৮ - মা, পুঁথি ৩খ।
৬৯ - সহে, পুঁথি ৩খ।
৭০ - সংসারে, পুঁথি ৩খ ও ৩গ।
৭১ - দুর্গা বলে আমার অঙ্গের, পুঁথি ৩খ।
৭২ - চল আগু বাড়াও চরণ থুইঞা আসি ঘরে। পুঁথি ৩খ।
৭৩ - ধর্ম্ম, পুঁথি ৩খ।
৭৪ - হেন, পুঁথি ৩খ।
৭৫ - আলয়ে, পুঁথি ৩খ।
৭৬ - সত্তরে, পুঁথি ৩খ ও ৩গ।
৭৭ - তুলিঞা, পুঁথি ৩খ।
৭৮ - হাড়ের মালা, পুঁথি ৩খ।
৭৯ - আইস, পুঁথি ৩খ।
৮০ - নারী, পুঁথি ৩খ।
৮১ - শুন বাছা নফুর ধ্বনি সদয়ে হৈলাম নারায়নি। পুঁথি ৩খ
৮২ - ডাকাতি, পুঁথি ৩খ।
৮৩ - হাবাতিঞা, পুঁথি ৩গ।
৮৪ - ফিরে ২ কালকেতু কোরিল গমন।
দুর্গার সাক্ষাতে জাইঞা দিল দরশন॥
এহি কংকন লইঞা জাও পুরাই দত্তের ঘরে।
বান্ধ্যা থুইঞা আন ধন্যা আমার গোচরে॥ পুঁথি ৩খ
৮৫ - জোড় হস্ত চরণ বন্দ নোটাঞা ধরনী। পুঁথি ৩খ।
৮৬ - নাম আমা বিদ্যমানে। পুঁথি ৩খ।
৮৭ - করিলাঙ, পুঁথি ৩খ।
৮৮ - বেদমাতা, পুঁথি ৩খ।
৮৯ - আদ্যা, পুঁথি ৩খ।
৯০ - গঙ্গা সাগরে, পুঁথি ৩খ।
৯১ - জোগনা, পুঁথি ৩খ।
৯২ - দশভুজা দারকাবাসিনী, পুঁথি ৩খ।
৯৩ - শুন বাছা কালকেতু আমার নামের কথা।
যে নাম জপিলে আমি আসিব সর্ব্বথা॥ পুঁথি ৩খ।
৯৪ - বকুল, পুঁথি ৩খ।
৯৫ - খাশা দিঞা ভবানী সে ধন রাখে। পুঁথি ৩গ।
৯৬ - তিলের খাজা বলিঞা ফির খাইবারে চাএ।
হস্ত ধরিঞা তাক ভবানী বুঝাএ॥ পুঁথি ৩গ।

. . . .

পাঠান্তর -

(শুক্রবার দিবসের পালা)

১ • যেখানে চারি মণ্ডল শুইঞা নিদ্রা জায় ।
শিয়রে বসিয়া কালি স্বপন দেখায় ।। পুঁথি ক.বি.

২ • চারিজনে যুক্তি করে প্রান্তরে বসিয়া ।
হেনকালে ভাড়ুদত্ত মিলিল আসিয়া ।।
বাহির দেওান বাহির যুক্তি কর কি কারণ ।
কলিঙ্গ ছাড়িয়া জাবে হেন লয় মন ।।
কালি জানাইব জথা দম্ভের মদন ।
ঘরে ঘরে প্রজাগণেক করাব বন্ধন ।। পুঁথি ক.বি.

৩ • ধর বাছা ইন্দ্ররাজা পান মোর খাবে ।
চোষট্টী মেঘ মোকে আজায়্যা দিবে ।। পুঁথি ক.বি.

৪ • বের্থ সেবা কৈলো মুক্তি ভোলা মহেশ্বর ।
কি করিতে পারে দুর্গা সর্ব্বমঙ্গল ।। পুঁথি ক. বি.

৫ • আর চারিদিন থাক বুকেত পাথর দিয়া
বাহুড়ুক নয়ালি জৌবন । পুঁথি ক.বি.

৬ • পুরুষ দিগাম্বর হয়া তোর গঙ্গা জল পরশে
সতি নাম কেমতে ধারও । পুঁথি খ ক.বি.

৭ • ফিরে ফিরে ভগবতী করিল গমন ।
জেখানে বসিয়া আছে গঙ্গার নন্দন ।।
ত্রি বেশ ভগবতি দুরেত তেজিয়া ।
রাক্ষসির মূর্ত্তি মাতা ধরন ধরিয়া ।।

আতাইল পর্ব্বতে গিয়া পৈল লাফ দিয়া ।
ভাঙ্গিল ডেউর সভা গর্জ্জন দেখিয়া ।।

পলাইল সভার লোক হাথে প্রাণ লয়া ।
মধ্যখানে দুই ভাই রহিল বসিয়া ।
চঞ্চল দুই ভাই দুর্গাক দেখিয়া ।।

কথা হৈতে কথা আহ এথা কি কারণ ।
কি কার্য্য এথাত হৈল তোমার আগমন ।।

ভগ্নিপুত্র জানিঞা আইলাঙ তোমার স্থানে ।
উচিত জানিঞা যোথে কহিবা আপনে ।।

ভগ্নিপুত্রবত সম্বন্ধ জানিল ।
ধরনি লোটায়া দুহে প্রনাম করিল ।। পুঁথি ক. বি.

৮ - যেথে য়াজ্ঞা কর নগর ভিক্ষা মাগিবার ।
তোমার য়াজ্ঞায়ে ফিরো মুক্তি চৌকিদার ।।
রাজা বোলে জাহ তুমি ভিক্ষা মাগি খাও ।
নগরের ভাল মন্দ য়ামাথে জানাও ।। পুঁথি ক.বি.

৯ - সুবর্ন পুরি রাজ্য মোর কে লইল ভাঙ্গিয়া । পুঁথি ক.বি.

১০ - দেবানন্দ কোটাল বড়ই খাটোয়ার । পুঁথি ক.বি.

১১ - দুর্গা জপিয়া বীর ঘটতে দিল আজন ।
সদয় হইল কালি সর্ব্বমঙ্গল ।। পুঁথি ক.বি.

১২ - ভবানির প্রসাদ লৈল শিরেত বন্দিয়া ।
নিজ গৃহগতে বীর উত্তরিল গিয়া ।। পুঁথি ক.বি.

১৩ - ধড়ফড় করে প্রাণ বাইরাবার চায় ।
হেনকালে স্মরণ করিল মহামায় ।।
রক্ষা কর রক্ষা কর সর্ব্বমঙ্গল ।
ভক্ত স্মরণ করে প্রাণ রক্ষা কারণ ।। ক.বি.

১৪ - খাটের তলে লুকায়্যা ছিল দেখায়া দিল । ক.বি.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

পাঠান্তর -

(শুক্রবার রাত্রির প্রথম পালা(২))

১ - শঙ্কর ঘরনী , পুঁথি জোই - ১
২ - - - - - - - - -লহ পূজাপানি ।
ভবানীর প্রসঙ্গে গীত মানিক দত্তে গাএ ।
চণ্ড চামুণ্ডা দেবি হৈবে সদাএ ।।

দিশা -

শম্ভু না তরিলে শিব না তরিলে ।
আমি স্মরণ লব কারে -
জারে তরাএ শিব সেহি তরে ।।

পদ ।

রাম রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন ।
রাম পরে বন্ধু নাই জে ই তিন ভুবন ।।
ভবানী বলেন নারদ আমি বলি তোরে ।
কন্নু মুনি আছে বাছা শিবের গোচরে ।।
কি মতে ছলিব বাছা বলগো তাহারে ।।
নারদ বলেন আমি নয় নারাইনি ।
আমাকে কি বল বুদ্ধি জানহ আপনি ।।
নারদ বলেন বুদ্ধি আছে তব স্থানে ।
জৌবন দেখাঞা প্রভুক ভুলাবা আপনে ।।
ই কথা শুনিআ মাতা আনন্দিত হৈল ।
পদ্মা দাসি বইলে দুর্গা ডাকিতে লাগিল ।। পুঁথি জোই - ১

৩ - আনিঞা পেটারি তাএ মুচাএ আপনি ।
হস্ত করি লইল দুর্গা সুবর্নদর্পনখানি ।।
সুবর্ন চিরনী ধরি আচুরিল কেশ ।
বান্ধিল বিচিত্র খোপা নবরঙ্গ বেস ।। - পুঁথি জোই - ১
৪ - ভুরুর পুঁথি জোই - ১ , অঙ্গের, পুঁথি ৫ খ ।
৫ - শঙ্খমুখে শোভা করে মানিক কঙ্কন ।। পুঁথি - জোই ১,
৬ - দেখিঞা দুর্গার রূপ মদন ডহা জাএ ।। পুঁথি জোই ১ ,
৭ - হারিজিতি কন্নুমুনি কহিবে আপনি । পুঁথি জোই - ১ ,
৮ - দুর্গার হস্ত ধরি বলে চল আই বাসর ।।পুঁ- জোহি ১ ও ৫ক ।

৯ • সেবক বলিঞা জদি দঞা থাকে তারে ।
মৃত্যু হেতু বর কেন দিঞাছে তাহারে ।।
ইন্দ্র নামে এক শিষ্য আছে সুরপুরে ।
ইন্দ্র পুজিল তারে না দিল পুত্রবরে ।। পুঁথি জোই -১ ,

১০ • শিবের শাপে তার জন্ম আইফটির ঘরে ।
আমি তাথে কৈলাম রাজা গুঞরা নগরে ।। পুঁথি জোই ১ ,

১১ • কাকুতি করিঞা দুর্গা বলে শিবের তরে ।
কন্নমুনি মর্থে গেইলে মুক্ত হবে মোরে ।। পুঁথি জোই ১ ,

১২ • ধরিঞা শিবের পাএ   কান্দে মুনি উভরাএ
অ প্রভু দেব দেহা ছাড়িব কেমনে ।। পুঁথি জোই - ১ ,

১৩ • স্মরণ করিলে বাছা তথাএ জাব আমি । পুঁথি - ১ ,

১৪ • চারিমাসের গর্ভ কুচতে কালি টৈপল ।
পাচমাসের গর্ভ জিব সঞ্চারিল ।।
ছএমাসে এড়াইঞা আতে দিল পাও ।
অষ্টমাসের গর্ভ হৈলে দুখাএ হস্ত পাঞ্জ ।।
সপ্ত নয়মাসের গর্ভে খিচিআ ফেলে পাও ।
দশমাসের গর্ভে মুখে নাহি রাও ।। পুঁথি জোই - ১ .

১৫ • শতেক ছাইলার নাম এক দিগে থুইঞা ।
ধনপতি বাণিঞা নাম রাখিল বাছিঞা ।। পুঁথি জোই -১ ,

১৬ • দঞা মই শঙ্করি ইছানীতে গেল ।
নিধুপতি বাইন্যার ঘরে লহনার জন্ম দিল ।।
মাঞা করিঞা দুর্গা তাকে বর দিল ।। পুঁথি জোই ১

১৭ • ধনুভঙ্গ কৈল রাম জগতের পতি ।
তোমার আশীর্বাদে সীতা রাম পাইল পতি ।। পুঁথি জোই - ১

১৮ • স্বামীর গলাএ রামা মালা তুলি দিল । পুঁথি - জোই - ১

১৯ • বিভার আইতে দোষ্যাইট খেমা কর মোরে । পুঁথি জোই ১

২০ • নির্ত্য করে সন্ততালে   দেবতা সকলে ভোলে
তার স্ত্রীঞা উল্যপা দুল্যপা । পুঁথি জোই ১,

২১ • খুল্লনা সুন্দরী , পুঁথি জোই ১, ৫ম ও ৫ ক ,

২২ • আটকুড়ার মুখ রাজা দেখ অনুক্ষণ ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম কর বাছা সব অকারণ ।।
দেখিলে আটকুড় মুখ ধর্ম্ম জাএ দুরে ।
আটকুড় আসিতে না দিহ বাছা শরীর ভিতরে ।।

পাঠান্তর ।

(শনিবার দিবসের পালা)

১ - খুল্লনাকে হস্ত ধরি সাধুকে সমর্পিল ।
দান যৌতুক যা ছিল সকলি তাক দিল ।। পুঁথি জোই - ২ ।

২ - মন্ত্রণা বুঝাইছে বাছা তাবালের বালী ।
স্বামীর সেবা করিলে হইবা দুলালী ।।
শশুর শাশুড়ী বাছা বড় গুরুজন ।
দোলাতে নামিঞা বাছা বন্দীহ চরণ ।।
ভাসুর শশুর বাছা বড়ই গর্বিত ।
মাথে বস্ত্র দিয়া হইও এক দিগ ।।
জে ঘাটে পুরুষের ঘাটা বাছা সে ঘাটে না জাইহ ।
চতুর্দিগে দেখ্যা বাছা বস্ত্র ফিরাইয় ।।
ক্ষুধার স্বামীকে বাছা রাও না কারিহ ।
তদর্ধেক ভোজন হইলে পরিহাস করিহ ।।
জে জে মন্দ বোলে কথা কানে শুন্যা থাকিহ ।
অপরিচয় মনিষ্য দেখ্যা মাথায়ে বস্ত্র দিয় ।।
লহনা তোমার বহিনি সতা হইল ।
তার কিছু মন্দ কথা স্বামীকে না কহিয় ।।
সতা ভাবে লহনাকে না বুলিয় মন্দ ।
সদায়ে বিরহ ভাবে না করিহ দ্বন্দ ।।
ব্রাহ্মণ দেখিলে তার পদধুলি লৈয় ।
সমপক্ষ দেখি তাথে বিনয় করিহ ।।
বাছা খুল্লনা মনে না ভাবিহ দুখ ।
অষ্টমঙ্গলে আনিব তোকে দিঞা যৌতুক ।। পুঁথি ৬ ক ।

৩ - ওসুমঞি সুমঞিস সম সব জালা ।
হেন সমে সতা মোর প্রাণপতি নিলা ।।
খুল্লনাকে কোলে করি প্রভু শুইবে খাটে ।
কেমতে দেখিমু মুই শুনিএ প্রাণ ফাটে ।।
সতা পানে চাইহা কান্দে লহনা যুবতি ।
হস্ত ধরি প্রবোধ দিলা সাধু ধনপতি ।। পুঁথি - জোই ২,

৪ - বিদ্যাকান্ত, পুঁথি ৬ক ও জোই ২ ,

৫ - রাজা বোলে সুবর্ন পঞ্জর পাবে মর্থপুরে ।
পঞ্জর ছুইলে পাপ রহিবেক দূরে ।।
পঞ্জর ছুইবে তবে পক্ষ দুইজন ।
আনন্দে আসিবে দুই অমরা ভুবন ।। পুঁথি - ৬ ক ।

৬ - ব্রাহ্মণের হাতে দান পঠাইঞা দিল । পুঁথি - ৬ ক,

সংযু স্বপ্ন দেখাঞা দুর্গা অন্তর্ধ্যান হৈল ।
রজনি প্রভাতে রাজা চৈতন্য পাইল ।।
ডাকিঞা আনিলরাজা জত প্রজাগণ ।
ই রাজ্যে আটকুড়া প্রজা আছে কুনজন ।।
ধনপতি সাধু বৈসে উজানি নগর ।
সেহিত আটকুড় সাধু আইসে নিরান্তর ।।
রাজা বলে সত্য ২ এই কথা হএ ।
আজি স্বপ্নে কহিআছে দেবি মহামাএ ।।
মন্ত্রনা করিআ রাজা রহিল আপনি ।
রজনী প্রভাত হৈল কুকিলের ধনি ।
ভিঙ্গারের জলে রাজা পাখালে মুখখানি ।। পুঁথি জোই - ১,

২৩ - সঙ্গে নড়ে পন্ডিত দনাই , পুঁথি - জোই - ১,

২৪ - বলে বাইনা হরিদত্ত আমি জানি সর্ব্বতত্ত্ব
পাএরা গেল ইছানি নগরে । পুঁথি জোই ১,

২৫ - রম্ভা পাইল তখন । পুঁথি জোই - ১,

২৬ - পুত্রবতি বলিয়া তাকে , পুঁথি জোই ১,

২৭ - এমত দেওআ কৈন্যা বাড়ে তোমার ঘরে । পুঁথি জোই ১

২৮ - বাপে বৈসে , পুঁথি জোই - ১,

২৯ - লহনা বলে এই কথা বল বারে ২ ।
আমি হৈঞা সতা দিবা অভাগ্য আমারে ।। পুঁথি জোই ১,

৩০ - সুবর্ন , পুঁথি জোই - ১,

৩১ - দুবলা রাইহ জানাএ প্রিতি ঘরে ২ । পুঁথি জোই- ১,

৩২ - সত্যবতী , পুঁথি জোই - ১,

- -

৭ - শারী শুক লইল রাজা হস্তেত করিঞা ।
কামধেনু গাভী লইল রাজা দড়ি ধরিঞা ।। পুঁথি ৬ক ওজোই ২.

৮ - হেনকালে অস্ত গেল দিনমনী ।
তপস্যা করিঞা আইল ভৃগু মুণি ।।
মুণিকে দেখিয়া রাজা বন্দিল চরণ ।
মুনি বোলে শ্রীবৎস এথা কি কারণ ।।
রাজা বোলে শনি পীড়া মোর রাইসে হৈল ।
প্রমাদ দেখিঞা আমি রাজ্য ছাড়িলো ।।
মুনি বোলে আইস রাজা আমার নিবাস ।
জঙ্গলে থাকিয়া কেন কর উপবাস ।।
মুণির আশ্রমে রাজা রানী রহিল ।
ফলাহার করি তবে শয়ন করিল ।।
রাত্রিকালে মুণির দয়া উপজিল ।
তপের প্রতাপে মুণি সকল জানিল ।।
মুণি বোলে শুন রাজা আমার বচন ।
শনি পীড়া পাইলে তুমি শুয়ার কারণ ।।
শারী শুক দুই পক্ষ মুণি ছাড়ি দিল ।
রাজাকে প্রনাম করি পর্ব্বতে উড়াইল ।।
শারী শুক যদি রাজা ছাড়িয়া সে দিল ।
রাজাকে ছাইড়া শনি শুয়ার পাছে গেল ।।
মুণি বোলে রাজায়ে শুন দেশে জাও তুমি ।
তোমার রাইশ ছাড়িঞা গেল নারায়নী ।।
মুণিকে প্রদক্ষিন করি প্রনাম করিল ।
রানী সঙ্গে করি রাজা দেশেতে আইল ।।
দেশেতে প্রজাগণ বার্ত্তা পাইল ।
বাদ্য ভাণ্ড করি রাজাকে পুরীতে আনিল ।। পুঁথি ৬ক ।

৯ - অস্তপস্ত পুঁথি ৬ক, সত্তপত্ত - পুঁথি জোই- ২.
১০ - হরিষে হরিতাল বেচিল দেড়কুড়ি । পুঁথি ৬ক ।

১১ - শারী শুক বোলে রাজা খুদাএ দুঃখ পাই ।
সুবর্ন পিঞ্জর পাইলে অনুজল খাই ।।
রাজা বলে এথাত নাহিক কারিগর ।
কুনজন জাবে ভাই গউড় শহর ।।
বসুদত্ত বলে বন্দি আছে ধনপতি ।
তাহাকে ডাকিঞা রাজা করিল আরতি ।। পুঁথি ৬ক ।

১২ - উজানী লইল সাধু পাছু করিয়াঞা ।
হুশনপুরতে সাধু উত্তরিল জাঞা ।।

আর কতো ঠিকানা গোলা পাছু করিঞা ।
থানাঘাটি সওদাগর উত্তরিল গিঞা ।।
দুইদিনে থানাঘাটি দিল দরশন ।
সেইখানে কৈল সাধু রন্ধন ভোজন ।।
থানাঘাটি ছাড়ি সাধু চলিল সত্তর ।
ত্রিতিয় দিবসে আইল মজিলিস্থ নগর ।।
রাঙ্গামাটা আসিয়া ডুবিল দিনমণি ।
রন্ধন ভোজন করি পোহাইল রজনী ।।
রাত্রি দিবা চলি জায় সাধুর নন্দন ।
খির মণ্ডা দধি চিড়া করোএ ভোজন ।।
বগার পুল আইল চতুর্থ দিবসে ।
বিশ্রাম করিয়া চলে নিশা অবশেষে ।।
শিতলপুর গেলা পঞ্চম দিবসে ।
বড়গঙ্গা পার হৈঞা গৌড়ে প্রবেশে ।। পুঁথি - ৬ ক ।

১৩ - দুর্গা বোলে পদ্মা কিছু কি শুনহ উত্তর ।
রাজা কালি গড়িয়া দিবে সুবর্ন পিঞ্জর ।।
মর্ত্যখণ্ড ব্রত হৈল আমার ।
সুযুক্তি দেহ দেখি কি মতে বিচার ।।
পদ্মা বলে কারিগরকে দেখাও স্বপন ।
রাজ্য ছাড়িঞা পালাক সর্বজন ।।
বিশাল মুরতি দুর্গা ধরন ধরিঞা ।
কারিগরকে স্বপ্ন দেখাইল গিঞা ।।
ঘোর মূর্তি হৈইয়া কারিগরেক মারে বজ্র চাপর ।
চৈতন্য পাইল জতেক কারিগর ।।
গৌউড়ে আইস্যাছে এক সওদাগর ।
তোমাকে মারি লবে উজানী নগর ।।
একথা শুনিয়া তারা ভাবিত হইল ।
গোউড় ছাড়ি কারিগর পালাইঞা গেল ।।
রজনী প্রভাত কালে সাধু রাজার কাছে যাইল ।
রাজা বোলে দেশ ছাড়ি কারিগর পলাইল ।।
এ কথা শুনিল জদি নরপতির তুণ্ড ।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পইল ধনপতির মুণ্ড ।।
রাজা বোলে ভাবনা নাকর সদাগর ।
এক বৎসর থাক তুমি গৌড় শহর ।। পুঁথি ৬ ক ।

১৪ - তুমি জদি প্রাণসখি মোর হও ইষ্ট ।
ধুনুনার জৌবন তুমি কর নষ্ট ।। পুঁথি ৬ক ।

১৫ - হরি বলে য়াইস য়া মার প্রাণের বহিনি ।
কেমতে জাইব দাদা বস্ত্রহীন আমি ।।
পট্টবস্ত্র ফেল্যা দিল খুল্লনার তরে ।
বস্ত্র পিন্ধি আসি রামা হরিয়ে প্রনাম করে ।। পুঁথি ৬ ক ।

১৬ - ছেলি নুকাইল মাতা তেপান্তর ভিতরে ।। পুঁথি ৬ ক ।
ছেলি নুকাইয়া থুইল সরবরের তীরে ।। পুঁথি - জোই ২ .

১৭ - দুই সতিনে ভোজনে বসিল হরিষে ।
হেনকালে ভগবতি জানিল কৈলাসে ।।
দুর্গা বলে পদ্মা বাছা শুনহ বচন ।
দুইজনে প্রীতেভোজন করে কি কারণ ।।
পদ্মা বলে শুন মাতা নয় নারায়নী ।
লহনার উচ্ছিষ্ট যে খাইবে খুনুনী ।।
খুলনার উচ্ছিষ্ট যদি লহনা খাইবে ।
লহনার সপ্তপুরুষ সর্গে বাস পাবে ।।
লহনার উচ্ছিষ্ট যদি খুল্লনা খাইবে ।
সর্গের রত্নমালা নায় সর্গে না জাইবে ।।
দুর্গা বলে পদ্মা বাছা শুনহ বচন ।
কুন যুক্তি কৈলেনা হএ দোহার ভোজন ।।
দুর্গা বলে শুন মাতা দেবি~~XXXXXXXXXX~~ মহামাঞা ।
~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~
ভোজন বিবাদ কর বিড়াল পাঠাঞা ।।
বিড়ালের তরে দুর্গা করিল স্মরণ ।
বিশ সরদারের সঙ্গে বোঁটার গমন ।।
ভবানীর কথাএ বিড়াল পাতে গিয়া পৈল ।
নিজ থালা হাতে করি খুল্লনা উঠিয়া পলাইল ।। পুঁথি ঃজোই ২ ।

. . . . -

পাঠান্তর •

(শনিবার রাত্রের পালা)

১ • প্রভুর বালিশ রামার মনেত পড়িল।
বালিশ পাড়িতে রামা খুন্না নড়িল।।
প্রভু ২ বলিয়া বালিশে কোল দিল।
অম্বর কাপড়ের বালিশ কিছু না বলিল।।
আগুন লাগুক তুলার বালিশ মশারির উঠুক ধুয়া।
এত দিনে না আইল অভাগীর চান্দমুখা।। পুঁথি জোই • ৩।

২ • আজি কালির মধ্যে না আইসে প্রাণনাথ।
মরিব গরল বিষ খাঞা।। পুঁ• জোই ৩,

৩ • মুই আমু দেশকে মিতা দেহরে বিদাএ।
রাইতে খুন্না দেখি প্রাণ মোর স্থির লএ।। পুঁ• জোই ৩,

৪ • কারিগর বোলে সোনা দেহ সদাগর।
খুরার কারণে দেহ অমূল্য পাথর।।
কারিগর কহে কথা করিয়া চাতুরি।
এক লক্ষ টাকা চাই ইহার মজুরি।।
জনে ২ চাই আমরা উত্তম বসন।
পিঞ্জরের শিরপা চাই শরবইতা টাঙ্গন।।
রাজা বলে যত চাহ পিঞ্জরের বানি।
পিঞ্জর গঠিয়া দিলে তাহা দিব আমি।।
পিঞ্জরের ওজনে সোনা দিল সদাগর।
খুরার কারণে দিল অমূল্য পাথর।।
প্রধান কারিগর স্নান করিল।
ভবানী স্মরণ করি আফর পাতিল।। পুঁ• জোই ৩।

৫ • রাজাএ সাধুতে হইল প্রেম আলিঙ্গন।
বিপ্রগণের সাধু বন্দিল চরণ।। পুঁ• জোই • ৩।

৬ • পিঞ্জর আগে থুইঞা সাধু করে নমস্কার।।
পিঞ্জরের পীত বসন খসাঞা ফেলিল।
কালিয়া মেঘের আড়ে বিজলী ছটা হৈল।।
পাত্র মিত্র দেখিলেন সুবর্ন পিঞ্জর।
রাজা বলে ধন্য হে গৌড়ের কারিগর।।
রাজা বলে আইস বাপু সাধুর নন্দন।
উঠিঞা সাধুকে দিল প্রেম আলিঙ্গন।। পুঁ• জোই ৩।

৭ • পিঞ্জর পরশে আমার পাপ বিমচন।
এখন চলিয়া যাই স্বর্গ ভুবন।। পুঁ• জোই ৩।

৮ - প্রভু ভেটিবারে যায় সুন্দর খুল্লনা ।
করজোড়ে দাড়াইল তথাতে লহনা ।।
খুল্লনা বলেন দিদি মুই বল তোমারে ।
তুমি আজ্ঞা দিলে যাই প্রভু ভেটিবারে ।।
লহনা বলেন বইন বলিব তোমারে ।
আজ্ঞা দিতে নারি যাইতে প্রভুর বাসরে ।।
যদি প্রভুর সঙ্গে করিবে রতিকলা ।
নিশ্চয় ছাড়িবে প্রাণ তুমিত অবলা ।।
তুমি বল স্বামী মোকে বড় দয়া করে ।
স্বামীর সমান দুষ্ট নাই সয়াল সংসারে ।।
যাবতে না পাও রতি স্বর্গে হস্ত দেয় ।
সাধিলে আপন কার্য কার কেহু নয় ।।
পুরুষের তাড়ন বহিন মন্দ বিপরীত ।x
ঝলকে ২ তোমার ছাড়িব শুলিত ।।
ভাগ্যে থাকে তবে বহিন বাচে প্রাণ ।
জীবন সংশয় কিবা অবশ্য মরণ ।।
লহনার মুখে শুনি বোল দুইচারি ।
কহিতে লাগিল তবে খুল্লনা সুন্দরী ।।
প্রভুর তাড়ণে যদি প্রাণ যাইবে মোর ।
কোনরূপে করিব আমি সেহি স্বামীর ঘর ।।
দেবের দেবতা বটে দেব শূলপাণী ।
তাহার রমণে কেন না মরে ভবানী ।।
শুনিয়াছি ইন্দ্র রাজা বড় বলবান ।
তাহার রমণে কেন শচীর বাচে প্রাণ ।।
দশমুণ্ড কুড়ি কর রাক্ষস দশগিরি ।
তাহার রমণে কেন না মরে মন্দোদরি ।।
সূর্যদেবের তেজ কেবা সহিতে পারে ।
ছায়াবতি সঙ্গে কেন সেহ রতি করে ।।
বালি রাজা না জান বানর অধিকারী ।
তাহাকে প্রবোধ দিল তাহার পাটেশ্বরী ।।
কামদেব মদন যায় সকলের প্রাণ ।
তাহার রমণে কেন বড়াইর বাচে প্রাণ ।।
শ্রীরামচন্দ্র জিনি পুরুষ প্রধাণ ।
যার বাণে স্বর্গমর্ত কাপে ত্রিভুবন ।।
তাহার ঘরনী কেন সীতা ঠাকুরানী ।
রমণে রমনী মরে কভু নাহি শুনি ।।
এত বলি ডাক দিল দুবলার তরে ।
ভেটিব প্রাণের নাথ যা থাকে কপালে ।।

খুলনার বাক্য শুনি লহনা কাতর ।
ধরিয়া খুলনার হস্ত বলিছে বিস্তর ।।
লহনা বলেন খুলনা মুই বল তোমারে ।
দুঃখের কথা কহ জানি প্রভুর গোচরে ।।
তোমার বাপে আমার বাপে সহদর ভাই ।
ছেলির কথা কহ জানি সদাগরের ঠাঁই ।।
মোর রক্ত খাও বহিন মোর দিব্য লাগে ।
আমার মন্দ বল জানি সদাগরের আগে ।।
নাড়ানাড়ি বিরানী দন্দ জঞ্জাল বিস্তর ।
তা সবার বাক্যে তোমাক রাখাইছে ছাগল ।।
তুমি রাখিলে ছেলি আপন কর্ম্মফলে ।
তোমাকে রাখাইলে ছেলি সর্ব্বমঙ্গলে ।।
আজি হইতে তুমি হও ঠাকুরানী ।
তোমার দাসী কর্ম্ম করি অন্ন খাব আমি ।।
লহনার মুখে শুনি এতেক কাকুতি ।
হাসিয়া কহেন কথা খুলনা যুবতি ।।
পরের কথাতে যেবা দেয়ে ভর ।
তাহার মুখে দেই আমি জ্বলন্ত আনল ।।
চলিল ভামিনী রাজা প্রভুর বাসরে ।
করে লয়ে জলের ঝারি চলে ধীরে ২ ।।
খুলনা চলিতে চলে নফুর বাজে পায়ে ।
পায়ের নফুরে ছাড়ে সুললিত রাএ ।।
বেস করিয়া খুলনা স্বামীর কাছে যায় ।
মন্দ ২ গতি চলে আড় চক্ষে চায় ।।
কিদিব তুলনা রূপ ভুবন মোহিনি ।
যার রূপের ভঙ্গিমা দেখি তপ ছাড়ে মুনি ।।
খুলনা চলিতে চলে বিজলী পড়ে হিরে ।
যেন মায়া জন্মিল গন্ধ বণিকের ঘরে ।।
হস্তের জলের ঝারি প্রভুর বাম পাশে থুইঞা ।
দাসী দুবলার তরে আনিল ডাকিঞা ।।
বুদ্ধি পুছি বুদ্ধি বল দাসী দুবলা ।
কেমতে চিয়াব প্রভু নিদ্রায় আলাভোলা ।
দুবা বলে ঠাকুরানী ধর মোর শিক্ষা ।
হস্ত দিয়া চাপিয়া ধর সাধুর নাসিকা ।।
নাসিকা ধরিলে সাধু মুখে নিদ্রা ছাড়্যা যায় ।
দেখিয়া সুন্দরী রামা করে হায় ২ ।।
চিত চমকিত রামা বসিল শিয়রে ।
শিয়রে বসিয়া সাধুর বদন নেহালে ।।

নাশা পঞ্জরে যেন না সরে পবন ।
নিশ্চয় জানিলাম প্রভুর হইয়াছে মরন ।।
মস্তকু ডঁরে যেন শুয়া নিদ্রা যায় ।
অভাগিনীক দেখিয়া কেন নাহি কাড় রাও ।।
দুতিয়ার চন্দ্র যেন প্রভুর মুখের শোভন ।
ই হেন প্রাণনাথের হইয়াছে মরণ ।।
প্রভুর মুখের বস্ত্র এক দিগে থুইয়া ।
কান্দিছে খুলনা রামা বিষাদিত হইয়া ।।

নাচাড়ী -

চিত্তরে প্রভু মোর অভাগী দেখিয়া ।
দূর পরবাসে গেইলা তথায় কেন না মরিলা
কেন মইলা বাসরে আসিয়া ।।
দশ পাচ দিন না হইল বাসরে আসিয়া মইল
কালি কি বলিবে চণ্ডাল সতিনী ।
মনের মানস না হইল বৃথা দুর্গার সেবা কৈলো
কালি কি বলিবে নগর উজয়ানী ।।
চিত্ত প্রভু প্রাণনাথ চিত্ত অভাগীর নাথ
উঠ প্রভু আপন বাড়ী ।
যখন বিবাহ না হইল তখন কেন না মরিল
লোকে বলিবে করিয়া বিষম আড়ি ।।
খুলনার করুনা শুনি দ্রু দুবলা বলিছে বানী
না বুঝিয়া কান্দ কি কারণ ।
দুবলার বচন শুনি হরষিত খুলুনী
চাপিয়া ধরে দুবলার বদন ।।
আমার বচন ধর ~~[illegible]~~ আগড় চন্দন হস্তে কর
চন্দন দেহ সদাগরের তরে ।
পাইয়া শীতল হাত জাগ্য হইল প্রাননাথ
উঠিয়া বসিল সদাগর ।। পুঁথি জোই ৪৩৭ক ।

৯ - দেবী ভাবি নিজমনে নারদকে ডাকিয়া আনে
বলে শুন ভাগিনা মুনিবর ।
আমার বচন ধর ইন্দ্র ভুবনে চল
ছলিতে কুমার মালাধর ।।
দেবীর বচন শুনি হরষিত নারদ মুনি
গেইলা নারদ ইন্দ্র ভুবন ।
যেথানে আছে মালাধরে সুখে নিত্ত গীত করে
তথা গেল ব্রহ্মার নন্দন ।।

কাঞ্চন সভার উপরে   মালাধর নিত্ত করে
    দেব দেখিছে তার রঙ্গ ।
নারদ যাইয়া তথা   ঢঙ্গ হইল বাদ্যবশা
    মালাধরের হৈল তাল ভঙ্গ ।।
দেবতার সভায়   তার তাল ভঙ্গ হয়
    ক্রোধে শাপ দিল পুরন্দর । পুঁথি জোই - ৪ .

৩

আমার সভার তাল   ভঙ্গ হইল ওরে চণ্ডাল
    জন্ম গিয়া দুষ্ট হাড়ির ঘর ।।
জোর করিয়া কর   বলে কুমার মালাধর
    না যাইব মনিষ্য ভুবন ।
ইন্দ্র পুত্রবধু হৈল   মর্থপুরে গিয়াছিল
    তার দুঃখ না যায় কহন ।।
মৃগ বধি অন্ন খাইল   কাননে বেড়াইল
    গাছের বাকল পরিধান ।
আনিয়া কচুর শাক   সিদ্ধ করি খায় তাক
    দিন গেইলে না হয় ভোজন ।।
উচিত ফুলরা নারী   মাথায় মাংসের ডালি
    বেড়াইল নগর xxxxxxx নগরে ।
তাথে দেখিলে ধন   রাজা করে বিড়ম্বন
    বন্দী থাকিল কারাগারে ।।
তাহাতে হৈল দু সুখ   পুত্র বিনে বড়ই দুখ
    জীয়ন্তে অনল হৈল পান ।
অনল ভখিয়া তারা   প্রাণ ছাড়ে কেতু ফুল্লরা
    তবে গেল স্বর্গ ভুবন ।।
উত্তম বণিকের ঘরে   জন্মাইব তোমারে
    মা হবে সুন্দর খুলনী ।
স্বর্গে তোমার মালাধর নাম   মর্থে হবে শ্রীমন্ত নাম
    শুনহ দুর্গা বলি আমি ।।   পুঁথি ৭ ক ।

- -

পাঠান্তর •

(রবিবার দিবসের পালা)

১ • খুল্লনা বলেন মাতা নম নারায়নী ।
পরীক্ষা ভরিয়া মাতা মস্তকে থাক তুমি ।। পুঁ . জোই • ৪ ,

২ • ভবানী স্মরিয়া রামা সাজি ভরাইল ।
ভবানী করিল মায়া বিন্দু না পড়িল ।। পুঁ . জোই • ৪ ,

৩ • ভবানী জপিয়া রামা ঘটে হস্ত দিল ।
দুই হস্তে দুই স্বর্ণ তুলিয়া ধরিল ।।
স্বর্ণ লইয়া রামা জ্ঞাতির কাছে আইল ।
স্বর্ণ দেখি জ্ঞাতিগণ উঠিয়া পালাইল ।। পুঁ . জোই • ৪ ,

৪ • যেন মাত্র খুল্লনা নৌকাতে পা দিল ।
ভাসিয়া ভবানী তবে কাণ্ডার ধরিল ।। পুঁ . জোই • ৪ ,

৫ • ধনপতি বলে জ্ঞাতি শুনহ বচন ।
এক লক্ষ তঙ্কা লয়ে করহ ভোজন ।। পুঁ . জোই • ৪ ,

৬ • বিষাদিত হইয়া রামা ঘরে প্রবেশিল ।
খুল্লনার আচল ধরি ভবানী আমাইল ।।
ভবানী দেখিয়া রামা অবশ হইল ।
হেনকালে বিষ্ণুদত্ত অগ্নি জ্বালি দিল ।। পুঁ . জোই • ৪ ,

৭ • হেটমুণ্ড হইয়া কঞা বলে শূলপাণী ।
আপনার সেবক দুর্গা রাখহ আপনি ।। পুঁ . জোই • ৪ ,

৮ • কেশ বাহিয়া পড়িছে নির্মল গঙ্গাজল ।
স্বর্ণ পুড়িয়া যেন হইল উজ্জ্বল ।। পুঁ . জোই • ৪ ,

৯ • বিষ্ণুদত্ত বলে মাতা সুন্দর খুল্লনি ।
না জানিয়া তোমার তরে দুঃখ দিলাম আমি ।।
জ্ঞাতি বিদ্যমানে আমি করিছি মিনতি ।
ত্রিভুবনে নাই যে তোমার তুল্য সতী ।। পুঁ . জোই • ৪ ,

১০ • যেমত তেমত করিয়া বাছা রন্ধন কর তুমি ।
অমৃত প্রমাণ করি ভোজন করাইব আমি ।। পুঁ . জোই • ৪ ।

• •

পাঠান্তর ।

(রবিবার রাত্রের পালা)

১ । পদ্মা বলে শুন মাতা এহি যুক্তি সার ।
ভাটমূর্ত্তি হৈয়া জাহ রাজার দুয়ার ।।
রাজার ঘরে যত আছে আগর চন্দন ।
সকলি নামাইয়া দেহ পাতাল ভুবন ।। পুঁ. ৭গ ও জোই ৫ ।

২ । ডাকিয়া আন । পুঁ. জোই - ৫ ।

৩ । রাজা আরবার আরতি দিতে নার ।
পিঞ্জর গড়িয়া আইলাঙ হের ।।
দশ পাচে দিব কিছু ভাণ্ডারের ধন ।
আমার বদলে পঠাও অন্যজন ।।

রাজা আটকুড় বলিলা তুমি আশে বিভা কইলাম আমি
যেই বৃক্ষে না ধরিল ফল ।
আটকুড়ের আশ পাইআ বিভা কৈলা মজাইয়া
বৃথাএ গলার গণ্ড গোল ।।
দুই স্ত্রীয়া ঘরে মোর কিবা মনে আছে তোর
আমাকে পঠাও বারে বার ।। পুঁ. জোই ৫ ও ৭ গ,

৪ । একএ বৎসরে গৌড়ে রহিয়া আইলাম ।
পুন আরতি দক্ষিন পাটন ।। পুঁ . জোই - ৫ ।

৫ - প্রভু অথা পাইবি দুখ দেখহ কামিনীর মুখ
সর্ব্বস্ব রাজার তরে দিয়া ।
স্ত্রীয়ার বচনে প্রভু সব ধন রাজাক দিয়া
তুমি থাক কামিনী লইয়া ।। পুঁ . জোই - ৫

৬ । রাজ্যের , পুঁথি জোই - ৫ ।

৭ । তুল্য - পুঁ . জোই - ৫ ।

৮ । পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া জে খুলুনার মুণ্ড পইল । পুঁ - জোই - ৫ ।

*

১০ । আমি , পুঁ. জোই - ৫ ।

১১ । আমার কথাএ তুমি না করিহ হেলা । পুঁ. জোই - ৫ ।

১২ - যুক্তিআ চরণে গীত মানিক দত্তে গাএ ।
ভক্ত জনার মনরথ পুরাবে মহামায়া ।। পুঁ. জোই - ৫ ।

৯ । নরে স্মরে অর্চন । পুঁ. জোই - ৫ ।

১৩ । দনাই , পুঁ. জোই - ৫ ।
১৪ । আমার , পুঁ. জোই - ৫ ।

১৫ - পত্র , পুঁ . জোই - ৫ ।

১৬ - শিবাই নদীতে সাধু উত্তরিল গিয়া ।।
শিবাই নদী লইল সাধু পাছু করিয়া ।
ধুরাই চুরাই সাধু উত্তরিল গিয়া ।। পুঁথি - জোই ৫ ।

১৭ - নাএর খানি সাধু জোজনে কবাট । পুঁ(পুঁথি - জোই - ৫ ।

১৮ - রামেশ্বরে সিতাবন্ধ উত্তরিল গিয়া ।। পুঁ. - জোই - ৫ ।

১৯ - দরানি বলেন রাজা শুনে নরেশ্বর ।
উজানী হৈতে আইল এক সদাগর ।।
রাজা বলে আন সাধুক আমার গোচর ।
কি কার্যে আসিয়াছে সাধু সিংহল নগর ।।
দারির মুখ্য মুখতে শুনি আনন্দিত মন ।
পুরি মধ্যে ধনপতি করিল গমন ।।
এক দ্বার দুই দ্বার তিন দ্বার লেখি ।
সপ্তদ্বার পার হৈলে চন্দ্র রাজা দেখি ।। পুঁ. - জোই - ৫

২০ - তোমার সাক্ষী কে আছে সাধুর নন্দন ।
সাধু বলে আমার সাক্ষী কাণ্ডার বুলন ।।
কাণ্ডারকে ধর্ম্ম দিয়া পুছে নরপতি ।
কাণ্ডার বোলে. আপন চক্ষে নাহি দেখি ।।
জনে ২ পাত্র পুছিল সর্ব্বজন ।
সবে বলে নাই দেখি কামিনী কমল ।।
অন্যকে না মানি সাক্ষী কাণ্ডার বুলন ।
তার বাক্যে হারে বালা সাধুর নন্দন ।।
কাণ্ডারিয়া দিল সাক্ষী হারিল ধনপতি ।
বান্ধ বলিয়া সবে আজ্ঞা দিল নরপতি ।।
সাধুকে বান্ধিতে কোতাল চাহে দড়ী ।
ভবানীর কপটে লোহার হৈল বেড়ী ।।
ডাবুকা পাএ দিতে কান্দন ধনপতি ।
আমাকে দুর্গতি কৈলে দেবী ভগবতি ।। পুঁথি জোই - ৫ ।

- - - - - - - - -

পাঠান্তর ।

(সোমবার দিবসের পালা)

১ । যেখানে খুল্লনা আছে শয়ন করি ।
স্বপন দেখাএ তাকে জগতের গৌরী ।। পুঁথি - ~~এস্ - ১১~~ ৭২৫ ।

২ । নৌকাতে চড়িল । পুঁ - ,,

৩ । পাকা , পুঁথি - ,,

৪ । শাক তুলিতে দুবলা ডাল আনে লাও কুমড়ার আগাল আনে
পালতা শাকের ডাঙ্গিয়া তোলে ডোগা ।
পুঁই শাক নতপত ডেঙুয়া শাক কচমচ
উথুনি শাক পোয়াতির বোঝা ।। পুঁথি - ~~এস্ - ১১~~ ৭২৫ ।

৫ । পুলকিত হইল খুল্লনা রামার মন । পুঁথি - জোই - ৬ ।

৬ । তারদিন খেলাতে হারিল শ্রীমন্ত সদাগর ।
বিষ্ণুদত্তের বেটার গালে মাইল এক চড় ।।
চড় খাইঞা বালকেরা করিল গমন ।
খুল্লনার বিদ্যমানে দিল দরশন ।।
শুন গো মাহই মা তোমার শ্রীমন্তের গুণ ।
এহি দণ্ড বালকের কইরাছিল খুন ।।
বিষ্ণুদত্তের বেটা ভোলা তার নাম ।
এক চাপড়ে বাছার বধ্যা ছিল প্রাণ ।।
খুল্লনা নিজেত সেই বালকের হাত ধরি ।
উপহার খাআইঞা কোছাতে দিল কড়ি ।। পুঁ - ৮ক, ৮খ, ও জোই ৬

৭ । এত শুনি পণ্ডিত আনন্দিত মন ।
তিন মাত্র আইল পণ্ডিত জনার্দ্দন ।। পুঁথি - ,, ।

৮ । জোড় বাঙ্গালা ঘরে শ্রীমন্ত শুইল ।
লহনা বিনু তাহা কেহু না দেখিল ।। পুঁথি - ,, ।

৯ । ভাল হৈল খুল্লনার বাছা মৈল ।
তিন সন্ধ্যা অন্নের মোর জঞ্জাল ঘুচিল ।।
জেন মাত্রে শ্রীমন্ত এতেক শুনিল ।
ঘরে থাকিঞা কথা কহিতে লাগিল ।।
কি দোষ করিলাম মাতা কেন দেও গালি ।
লোকের মুখেতে যেন লাগিল চুনকালি ।। পুঁ - ঐ ,, ।

১০ - মা পিতার কথা দে গো বলিঞা ।
না বল মরিব মা গরল বিষ খাইঞা ।। পুঁথি- ৮ক, ৮খ ।
তুমি আমার মাতা হও জানে ত্রিজগতে ।
জন্মদাতা পিতার কথা কহ গো আমাকে ।। পুঁথি জোই - ৬ ।

১১ - খোলাই বনে কার স্ত্রী ছাড়ি গৈল কেবা ছাইলারে কুবুদ্ধি দিল
আমি নারিলাম শ্রীমন্ত রাখিবার ।
বাছা মোছ চক্ষের পানি হের লেহ পত্রখানি
হস্তের লিখন পিতার তোমার ।। পুঁ. ৮ক ও ৮গ ।

১২ - পুএ মোর জাইতে চাহে দক্ষিন পাটন ।
সপ্তডিঙ্গা মধুকর চাহিতে এখন ।। পুঁথি - ৮ক ।

১৩ - তোমা না দেখিলে প্রাণ হইবে অস্থির ।
কমল পত্রেতে যেন স্থির নহে নির ।।
স্বামী গেল পুত্র গেল আমি অভাগিনী ।
জিঞিতে মোর সাধ নাই হউক মরনি ।। পুঁ- ৮ক ও ৮খ ।

১৪ - শুন বাপু শ্রীমন্ত ভবানীর ব্রতকথা ।
বিপদ কালে জানিলে আসিবে বৃদ্ধা মাতা ।। পুঁথি - ৮খ ।

১৫ - ছাড়িল , পুঁথি ৮ক ।

১৬ - গাভর ছাড়ে , পুঁ. ৮ক ।

১৭ - সাজাইঞা জাএ তবে । পুঁথি ৮ক ।

১৮ - ধনুজয় গঙ্গা , পুঁ. ৮ক ।

১৯ - হালি শহর , পুঁ. ৮ক ।

২০ - আত্রিলোকের কোলাহলে । পুঁথি ৮ক ।

- -

পাঠান্তর -

(সোমবার রাত্রির পালা)

১ - হস্তে মাল্য লইয়া ছিরাই দুর্গাকে স্মরিল ।
শঙ্খচিলা মূর্ত্তে দুর্গা চৌবাটে বসিল ।। পুঁথি - জোই -৭ ।

২ - শ্রীমন্ত বলে কণ্ডার শুনহ বচন ।
এহি দহে হৈয়াছে বুঝি আমার পিতার মরন ।। পুঁ. জোই - ৭ ।

৩ - দুর্গাকে স্মরিয়া ছিরাই জলেতে নামিল ।
চৌদ্দতাল মগরার জল হাটু সমান হইল ।।
জলে ঝাপ দিল দাসীর পুত্রখানি ।
কোলে করি নিল মাতা নম নারায়নী ।।
অভয়া সজে চরণে গীত মানিক দত্তে গায় ।
চণ্ড নায়েকা চণ্ডী হইবে সদয় ।। পুঁ . জোই - ৭ ।

৪ - যেন মাত্র কাকাড়া এই বাক্য শুনিল ।
ডিঙ্গা ছাড়িয়া কাকাড়া দহে প্রবেশিল ।। পুঁ. -জোই ৭ ।

৫ - কণ্ডার বুলান বুকেশ্বর জানে গোল ।
সেহি দহে ফেলি দিল পুড়িয়া ছাগল ।। পুঁ . জোই - ৭ ।

৬ - ভবানী বলেন পদ্মা শুনহ বচন ।
কালীদহে করিব শ্রীমন্ত বিড়ম্বন ।। পুঁথি- জোই -৭ ।

৭ - পদ্মা সঙ্গে মহামায়া যুক্তি নিবারিয়া ।
শ্রীমন্তকে ছলিবারে পাতিলেন মায়া ।। পুঁ . জোই - ৭ ।

৮ - ভয় পায় শ্রীমন্ত অপরূপ দেখি ।
ডাকিল পাত্রগণ সবে হইও সাক্ষী ।। পুঁ. - জোই -৭ ।

৯ - কণ্ডার বলেন ভাই তোমার দিব্য আঁখি ।
তুমি দেখিতে পাও আমরা নাহি দেখি ।। পুঁথি - জোই -৭ ।

১০ - সদাগর আসিয়া থাকে বানিজ্য করিবারে ।
আদর করিয়া আইনো নগর মাঝারে ।।
হাড়ামজাত আসিয়া থাকে লুটি খাইবারে ।
মারিয়া করিবে দূর না রাখিবে তারে ।। পুঁথি - জোই ৭ ।

১১ - বার্তা পাইয়া শ্রীমন্ত চলিয়া গেল ঘরে ।
বৈরী হইল তথা সর্ব্বমঙ্গলে ।। পুঁ . জোই -৭ ।

১২ • যদি মিথ্যা হয় সাধু তোমার বচন ।
লুটিয়া খাইব তোমার মধুকরের ধন ।।
এই বাক্য শুন সাধু হইয়া সাবধান ।
তোজ লইয়া বলি দিব দক্ষিন মশান ।।
রাজায় শ্রীমন্ত দোহে প্রতিজ্ঞা করিল ।
আছিল মহাপাত্র কাগজে লিখিল ।। পুঁথি জোই • ৭ ।

১৩ • ডুবারুক বলিয়া রাজা করিল স্মরণ ।
ডাক মধ্যে ডুবারুক দিল দরশন ।। পুঁথি জোই •৭ ।

১৪ • কোন দিকে গেল কোতাল নিশাচর ।
ঘাড়ে হস্ত দিয়া বেটা সাধু বন্দী কর ।।
বিটুলিয়া কোতাল রাজার বাক্য ধরে ।
ঘাড়ে হস্ত দিয়া বেটা সাধু বন্দী করে ।। পুঁথি • জোই ৭ ।

১৫ • নগর হইতে শ্রীমন্ত বান্ধিয়া লইয়া যায় ।
দুইকুলে সিংহলের প্রজা হিলী দিয়া চায় ।।
লোকে বলে শ্রীমন্ত যুখিয়া দিব ধন ।
তথাপি না বইধ তুমি সাধুর নন্দন ।। পুঁথি • জোই • ৭ ।

• •

পাঠান্তর -

(মঙ্গলবার দিবসের পালা)

১ - দশরথ সুত প্রভু পূজিল চরণ ।
দশ স্কন্ধ ছেদ করি সীতা উদ্ধারণ ।। পুঁথি - জোই ৭ ।

২ - পদ্মার মুখে শুনি এতেক বচন ।
দুই চক্ষু হইল যেন সাক্ষাত অরুণ ।।
শ্রীমন্ত মারিতে পারে শকতি কাহার ।
পালবানের উপর করিব মহামার ।। পুঁথি - জোই - ৭ ।

৩ - সাজ সাজ বলিয়া ডাকিছে ভবানী ।
অষ্ট নায়িকা সাজে চৌষট্টী যুগুনী ।। পুঁ. জোই - ৭ ।

৪ - শ্রীমন্ত বসিয়া আছে বকুল বৃক্ষের গোরে ।
সভা মধ্যে বুড়ি যাইয়া শ্রীমন্ত কোলে করে ।। পুঁথি জোই ৭

৫ - গর্জ্জিয়া কহেন কথা নেতা কোতালিয়া ।
শ্রীমন্ত সহিতে বুড়ি দেহগা ঠেলিয়া ।। পুঁ. জোই ৭ ।

৬ - পাইকের ভগবতি মুণ্ড ছিঁড়ায় ।
শ্রীমন্ত নিছিয়া মুণ্ড দূরেত ফেলায় ।। পুঁ. জোই - ৭ ।

পাঠান্তর -

(মঙ্গলবার রাত্রির পালা)

১ - দুর্গা বলে দানাগণ শুনহ বচন ।
ব্রাহ্মণকে রাখ পূজার কারণ ।। পুঁথি - জোই ৭ ।

২ - রাজা বলে সাজ সাজ আমি যাব রণমাঝ
আপনি দেখিব পুত্রগণ ।
পুত্রের মরণে রাজা আপন পর নাহি চিনে
হস্তী সাজে করিবারে রণ ।।
কুঞ্জরে চড়িয়া যায় সৈন্য সব পাছে ধায়
বেড়িল দক্ষিণ মশান ।
বুড়িক মারিতে যায় কুঞ্জরে টিপিয়া দেয়
গজ না হয় আগুয়ান ।।
লক্ষ গজের সরদার এমন গজ নাই আর
রণ দেখি নাহি বস্তুজ্ঞান ।
বুড়িক দেখিয়া গজ ভয়যুক্ত হইল
আগু হইয়া করিল প্রনাম ।।
বুড়ি হুহুঙ্কার ছাড়ে হস্তির পৃষ্ঠে রাজা পড়ে
সৈল রাজা ভূমির উপরে ।
রাজা মশানে মৈল নীলারানী বার্তা পাইল
যায় নীলা মশান দেখিবারে ।।
নীলা মশানে যায় পশ্চাতে পদ্মানী ধায়
বিচ্ছেদে চলিলা নীলারানী ।
এক পাও আগু হৈল একত্রে প্রনাম কৈল
তাকে দেখি তুষ্ট নারায়নী ।।
বিশ্বরূপে দুর্গা আছে নীলারানী আইল কাছে
প্রনাম হৈল বিধিমতে ।
সতী সাবিত্রী করি দুর্গা আশীর্বাদ করে
নীলা হাসে দুর্গার আগাতে ।।

নাচাড়ী (দিশা)

মা জীব তারিনী তোমার নাম গো মা ।
পতিত পাবনী তোমার নাম ।
ও চারি বেদে বলে গো মা ।।

পদ ।

নীলা বলে বড় ভাগ্যে দেখিলাম নারায়নী ।
জনম সার্থক হৈল মা স্থান দেহ তুমি ।।

স্বামী মইল পুত্র মইল মইল জ্ঞাতিগণ ।
নিপুরুষ হৈলাঙ আমি সিংহল ভুবন ।।
দুর্গা বলে জিইবে তোমার নিজপতি ।
জনম রাইয়াতি তুমি সীতা সম সতী ।।
ব্রহ্মমন্ত্র নারায়নী পড়িয়া দিল নীর ।
উঠিয়া বসিল রাজা শরীর অস্থির ।।
নীলা বলে প্রাণদান দিলা মোর পতি ।
পুর্ব্বমত রাজা হউক শুন ভগবতি ।।
রাজা বলে তুমি কে দেহ পরিচএ ।
দুর্গা বলে দুর হৈল জীবন সংশয় ।।
দুর্গা বলে কি দিব পরিচয় আমার ।
নিজ বাড়ী ঘর বাছা ভক্তের দুয়ার ।।
দুর্গা বলে রাজারানী কর অবধান ।
সুশিলা কন্যা শ্রীমন্তক দেহ দান ।।
রাজা বলে জ্ঞাতিগণ সব নিপাতন ।
এক বৎসর থাক ছিরাই সিংহল ভুবন ।।
নীলা বলে শুন মা সর্ব্বমঙ্গল ।
জিয়াইয়া দেহ মোর ঠাট পরদল ।।
সর্ব্বসেনা প্রাণদান জদি দিবা মোরে ।
তবে সুশীলা দিব শ্রীমন্তের তরে ।।
রাজা বলে শুন মা অভয়া মঙ্গল ।
এহিখানে জননী মা দেখাহ কমল ।।
বজ্রহুঙ্কার মা সেখানে ছাড়িল ।
কাটাকুণ্ড হৈতে কমল বাহিরাইল ।।
কমলের পত্র হৈল কমলের ডাড়ি ।
কমল পত্রে ভর করে ষোলশত কুমারী ।।
কমল দেখিয়া রাজা স্থির হৈল মন ।
হনুমান করি দুর্গা করিল স্মরণ ।।
হনুমান করি জদি স্মরিল পার্ব্বতী ।
বাউবেগে আইলা বীর পবন মুরতি ।।
দুর্গা বোলে হনুমান থাবে মোর পান ।
তুমি ঔষদ্য আনিলে প্রজা পাএ প্রাণদান ।।
সেথা হৈতে হনুমান উঠিল পর্ব্বতে ।
ঔষদ্যের নাম নাহি লাগিল ভাবিতে ।।
লক্ষন বধের কালে ঔষদ্য সব চিনি ।
অস্থি সঞ্চারিনী আর জিব xxx সঞ্চারিনী ।।
দুই ঔষদ্য লইয়া আইল হনুমান ।
জিব সঞ্চারিনী দিয়া প্রজাক দিল ঘ্রাণ ।।

ওষদের ঘ্রাণ জদি প্রজাগণ পাইল ।
মরি ছিল জত প্রজা জিইয়া উঠিল ।।
পুত্র সহে রাজা পাইল প্রাণদান ।
আনন্দিত হৈল তবে রাজা শালবান ।।
কন্যার বিভা দিতে রাজা প্রতিজ্ঞা করিল ।
শ্রীমন্ত সহিতে সবে রাজঘরে গেল ।। পুঁথি-১০ক ও জোই ৮ ।

৩ - হেটমুণ্ড হৈয়া তথা সুশীলা আইল ।
স্বামীকে বেড়িয়া রামা সপ্তপাক দিল ।। পুঁথি ১০ক ।

৪ - এহি মতে শ্রীমন্ত বন্দী খালাস কৈল ।
না পাইয়া পিতার নাগয কান্দিতে লাগিল ।। পুঁথি ১০ক ও
জোই - ৮ ।

৫ - শ্রীমন্ত দেখিল পিতা মনে অনুমানী ।
বাম পায়ে গোদ দেখে দক্ষিন চোখে ছানী ।। পুঁথি ১০ক ও জোই ৮

৬ - শ্রীমন্ত বলে বাবা ভোজন কর তুমি ।
তুমি আমার পিতা বট পুত্র বটী আমি ।।
পিতাপুত্রে পরিচয় ভোজনের কালে ।
প্রাণপ্রিয় বলি সাধু তুলিয়া নিল কোলে ।।
তোমার মাও খুল্লনা কেমতে ধরে হিয়া ।
হেন বালক দিয়াছে কেন বিদেশে পঠাইয়া ।।
একবার ধনপতি উজানীতে যাব ।
ইহার উচিত ফল খুল্লনাকে দিব ।।
হইল রন্ধন তার না হইল ভোজন ।
ঘরে ২ সর্ব্বজন করিল শয়ন ।।
একঘরে রহিল জয়পতি কুমার ।
শুশীলা সহিতে রহে শ্রীমন্ত সদাগর ।। পুঁথি - ১০ক ।

৭ - ধনপতির আদিক্ষেপ শুশীলা শুনিল ।
স্বামীর গোচরে রামা বলিতে লাগিল ।।
নৌকা রাখ প্রাণনাথ গাভরে বল তুমি ।
জলে নাম্ভিয়া এথা দুর্গা পূজি আমি ।।
বুহিত ছাড়িয়া যদি উজানীতে যাবে ।
বুহিত নাশিনী করি শাশুড়ী গালি দিবে ।।
শুশীলার কথাএ সাধু নৌকা চাপাইল ।
স্নানদান করি রামা দুর্গা পূজা কৈল ।।
রচিয়া মঙ্গলবারি দিল জয়ধ্বনী ।
শুশীলার পূজায় দুর্গা আইল আপনি ।।

ঘটে বসিল মঙ্গলচণ্ডীগণ ।
প্রণাম করিল সুশীলা নারীগণ ।।
যত ডিঙ্গা ডুবিয়াছে সাগার জলে ।
ডিঙ্গা সর্ব্ব তুলি দেহ সর্ব্বমঙ্গলে ।। পুঁথি ১০ ক ও জোই ৮ ।

৮ - রাজা ভেটিতে সাধু করিল গমন ।
সঙ্গে করি লইল শঙ্খ চামর চন্দন ।।
যেখানে বসিয়া আছে রাজা নরপতি ।
চামর চন্দন থুইয়া করিল প্রণতি ।। পুঁ. ১০ ক ও জোই ৮ ।

৯ - দোশাউদ আনিয়া পিতার কাটহ বন্ধন ।
বিবাহ করিব আমি বলিলাম বচন ।। পুঁথি জোই - ৮ ।

১০ - ধনপতি বলে রামা সুন্দর খুলুনী ।
সাক্ষাত সেবিয়াছ তুমি নয় নারায়নী ।।
এতকাল সেবিলাম হরের চরণ ।
না করিল প্রভু মোর বিপদ খণ্ডন ।।
তুরাএ পূজার সাজ কর গিয়া তুমি ।
আজি পূজিব আমি আদ্যা ভবানী ।।

দিশা -

হর-গৌরী বিনে আমি কার স্মরণ লইব ।
তাপের তাপিত তনু আমি কিসে জুড়াইব ।।

পদ ।

স্নান করিয়া সাধু পূজাতে দিল মন ।
হরগৌরী সহিতে দুর্গা আইল ততক্ষণ ।।
অর্দ্ধ অঙ্গ হৈল হর অর্দ্ধ অঙ্গ ভবানী ।
ধনপতি বলে মা গো জ্ঞানহীন আমি ।।
ধনপতির মুণ্ড মাঝে নারিকেল মাও ।
কানা গোদা দূরে গেল দিব্য হৈল গাও ।।
এক অঞ্জলি পুষ্প সাধু হস্তে করিয়া ।
ভবানীর মস্তকে পুষ্প দিলেন তুলিয়া ।।
ধনপতির পূজা লৈল হরষিত হৈয়া ।
খুলুনা পূজিতে পুষ্প লইল তুলিয়া ।।
খুলুনার পূজা লৈল ডাহিন হাত পাতিয়া ।
শ্রীমন্ত পূজিতে পুষ্প লইল তুলিয়া ।।
শ্রীমন্তের পূজা লইল বাম হাত দিয়া ।।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

শুশীলা পুজিতে আইল দুর্গার চরণ ।
পুষ্পেতে মাখিয়া লইল আগর চন্দন ।।
দুর্গা স্মরিয়া পুষ্প দিলেন তুলিয়া ।
শুশীলার পুজা কৈল দক্ষিন পদ দিয়া ।।
দুর্গা পুজিতে জয়ার হৈল মন ।
পুষ্পেতে মাখিয়া কৈল আগর চন্দন ।।
দুর্গা বলিয়া পুষ্প দিলেন তুলিয়া ।
জয়াবতির পুজা কৈল বামপদ দিয়া ।।
লহনা পুজিতে আইল নব নারায়নী ।
ঘট ছাড়ি দুরে জাইয়া রহিল ভবানী ।।
দুর্গার চরণে গীত মানিক দত্তে xxxxx গাএ ।
ভক্ত নায়িকা দুর্গা হৈবে সদাএ ।। পুঁথি ১০ ক ও জোই - ৮

১১ - বলা মাত্র বলিতে বিলম্ব না হইল ।
চারিগোটা ধর তথা আনিয়া যোগাইল ।। পুঁথি - জোই-৮ ।

১২ - অষ্টদিনের গাওন মায়ের সমাপন্য হৈল ।। পুঁথি জোই-৮ ।